সংবাদ

তারিখ ... 23 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

# সমাপনী পরীক্ষায় সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন করার অভিযোগ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

পঞ্চম শ্রেণীর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় এবার সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন করার অভিযোগ পাওয়া গেছে, যাকে কেন্দ্র করে সমালোচনার ঝড় বইছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে। গত রোববার প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় ইংরেজি প্রশ্নপত্রে ধর্মীয় পরিচয় নিয়ে একটি প্রশ্ন করা হয়, যার নিন্দা জানিয়েছেন বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ। জানা যায়, ইংরেজি প্রশ্নপত্রে সৈকত ইসলাম নামে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রের বাবা-মা, তাদের পেশা ও তাদের অবস্থান নিয়ে একটি অনুচ্ছেদ দেয়া হয়। অনুচ্ছেদ থেকে মোট সমাপনী : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

## সমাপনী : পরীক্ষায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

৪টি প্রশ্নের উত্তর করতে বলা হয়। প্রথম প্রশ্নের মধ্যে ছিল ১০টি প্রশ্ন, উত্তরপত্রে শুধু শূন্যস্থানের উত্তরটি লিখতে বলা হয়। এখানে প্রতিটি উত্তরের জন্য বরাদ্দ ১ নম্বর। তৃতীয়টি ছিল এমন- Saikat is a -- (a) Muslim, (b) Hindu, (c) Christian, (d) Buddhist.

এই প্রশ্নপত্রের একটি ছবি ফেসবুকে শেয়ার করে আজম খান নামে এক ব্যক্তি লিখেছেন, '৩ নম্বর প্রশ্নটিতে সৈকত নামের একজনকে উদাহরণ হিসেবে টেনে জিজ্ঞেস করা হয়েছে সে কি হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ নাকি খ্রিস্টান। প্রাইমারি স্কুল পরীক্ষায় যখন ধর্ম পরিচয় চিহ্নিত করা জরুরি হয়ে পড়ে তখন বুঝতে হয়, একটা শিশুকে জীবনের শুরুতেই বুঝিয়ে দেয়া হয় ধর্মীয় পরিচয় কতটা জরুরি। এই বিভাজনটা জানা জরুরি তাও বুঝিয়ে দেয়া হয়। তাদের মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব নিয়ে শুরুতেই বিভাজন বুঝিয়ে দিয়ে অমানুষ হবার বীজ বপন করা হচ্ছে। কচি মনে ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প। কারা এসব প্রশ্ন বানায়? কোন সে অমানুষ?'

মইনুল বাপ্পি নামে এক ব্যক্তি লিখেছেন, 'এমন সূক্ষ্মভাবে সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত বীজ যারা কচি কোমলমতি শিশু কিশোরদের মনে গেঁথে দেয়ার হীন মানসিকতায় জঘন্য চাতুরতার আশ্রয় নিতে পারে....! সেই প্রশ্ন তৈরিকারী শিক্ষকদের জঘন্য রকমের সাম্প্রদায়িক বেজন্মা ছাড়া আর কিছু মনে করার কোন কারণই থাকতে পারে না..!!! থুঃ.......'

'এথিস্ট বাংলাদেশ' গ্রুপে শেয়ার করে অঙ্কুর ভট্টাচার্য লেখেন, 'প্রাইমারি থেকে বুঝিয়ে দেয়া হলো ধর্মপরিচয় কতটা গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের রক্ষণশীলতা মজ্জায় মজ্জায়। একে টেনে বার করা এত সহজ হবে না। বড় অসহায় লাগে এসব দেখলে।'

ফেসবুক ওয়ালে রাজিব নামে একজন লিখেন, 'একটা শিশুর মধ্যে যদি এই উগ্র চিন্তা প্রবেশ করানো হয় তবে দেশ জঙ্গিদের আস্তানা হবে না তো কি শান্তিপুর হবে? যারা এই প্রশ্ন করেছে তাদের অবিলম্বে চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তি দিতে হবে।'

অয়ন মুকতাদির নামে আরেকজন লেখেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় লেভেলের প্রতি দশ জনের একজন যে জঙ্গিবাদী সেটা এমনি এমনি, এক দিনে হয় নাই। ছোটবেলা থেকে এভাবে বিষ খাওয়াতে খাওয়াতে বিষাক্ত করে দেয়া হয়েছে এদের মন মানসিকতাকে।' ফেকবুকে সমালোচনার ঝড় বইলেও গতকাল রাত পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করেনি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক অতিরিক্ত সচিব বলেন, 'এ ব্যাপারে আমাদের কাছে কেউ অভিযোগ করেননি। কাজেই এ নিয়ে কোন মন্তব্য করব না।'